# গদ্য

## পয়লা বৈশাখ

### কবীর চৌধুরী

এই অধ্যায়ের বিগত বছরসমূহের বোর্ড প্রশ্নের বিশ্লেষণ:

| বোর্ড | ২০২৪ | | | | | ২০২৩ | | | | | ২০২২ | | | | | ২০২০ | | | | | ২০১৯ | | | | | ২০১৮ | | | | | ২০১৭ | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | CQ | | | | MCQ | CQ | | | | MCQ | CQ | | | | MCQ | CQ | | | | MCQ | CQ | | | | MCQ | CQ | | | | MCQ | CQ | | | | MCQ |
| | ক | খ | গ | ঘ | | ক | খ | গ | ঘ | | ক | খ | গ | ঘ | | ক | খ | গ | ঘ | | ক | খ | গ | ঘ | | ক | খ | গ | ঘ | | ক | খ | গ | ঘ | |
| ঢাকা | | | | | ২ | | | | | | | | | | | | | | | | ১ | ১ | ১ | ১ | ১ | | | | | ১ | | | | | ১ |
| রাজশাহী | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ১ | | | | | ১ | | | | | ২ |
| চট্টগ্রাম | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ১ | | | | | ১ | | | | | ১ | | | | | ১ |
| সিলেট | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ১ | ১ | ১ | ১ | ১ | ২ | | | | | ১ | | | | | |
| বরিশাল | | | | | ১ | | | | | | | | | | | ১ | ১ | ১ | ১ | | | | | | ১ | | | | | ১ | | | | | ১ |
| যশোর | ১ | ১ | ১ | ১ | | | | | | | | | | | | | | | | ১ | | | | | ১ | | | | | ১ | | | | | |
| কুমিল্লা | | | | | ১ | | | | | | | | | | | | | | | ১ | | | | | ১ | | | | | ১ | | | | | ১ |
| দিনাজপুর | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ১ | | | | | | | | | | ১ | ১ | ১ | ১ | ১ | ১ |
| ময়মনসিংহ | | | | | | | | | | | | | | | | ১ | ১ | ১ | ১ | | | | | | | | | | | | | | | | |

## MCQ প্রশ্ন ও সমাধান

### বিগত বছরের বোর্ড পরীক্ষার গুরুত্বপূর্ণ MCQ প্রশ্নসমূহ

**নিচের উদ্দীপকের আলোকে পরবর্তী দুইটি প্রশ্নের উত্তর দাও:**

হিন্দু-মুসলিম-বৌদ্ধ, খ্রিষ্টান
দেশ মাতা এক সকলের-

০১। উদ্ধৃতাংশে 'পয়লা বৈশাখ' প্রবন্ধের যে দিকটি প্রতিফলিত হয়েছে- [ঢা.বো.'২৪; রা.বো.'১৭]

(i) অসাম্প্রদায়িক চেতনা (ii) ধর্ম নিরপেক্ষ চেতনা
(iii) ঐতিহ্য চেতনা

**নিচের কোনটি সঠিক?**

(a) i, ii (b) i, iii (c) ii, iii (d) i, ii, iii

০২। উক্ত প্রতিফলিত দিকটির সাথে নিচের কোন বাক্যটির সাদৃশ্য রয়েছে? [ঢা.বো.'২৪]

(a) নববর্ষের ঐতিহ্য সুপ্রাচীন
(b) নববর্ষ বাঙালির সর্বশ্রেষ্ঠ উৎসব
(c) পয়লা বৈশাখ একটি সর্বজনীন উৎসব
(d) নববর্ষের ইতিহাস গৌরবমণ্ডিত

০৩। 'বাংলা নববর্ষ উৎসব আজ আমাদের জাতীয় চৈতন্যের ধারক।'—এখানে 'চৈতন্যের ধারক' বলতে কী বোঝানো হয়েছে? [ব.বো.'২৪]

(a) জাগরণের উন্মেষ (b) বর্ণবাদী চেতনা
(c) সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য (d) সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি

০৪। ইংরেজ বেনিয়া শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য সিরাজউদ্দৌলা হিন্দু-মুসলমানকে যে ডাক দিয়েছিলেন, তাতে ফুটে উঠেছে- [কু.বো.'২৪]

(a) স্বাজাত্যবোধ
(b) সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী চেতনা
(c) অসাম্প্রদায়িকতা
(d) জাতীয়তাবাদী চেতনা

০৫। পয়লা বৈশাখের ঐতিহ্য কীরূপ? [চ.বো.'২০]

(a) গৌরবমণ্ডিত (b) ধর্মনিরপেক্ষ
(c) জাতীয়তাবাদী (d) নবজন্মের

০৬। এদেশের মানুষের চিত্তে কখন স্বাদেশিকতা ও জাতীয়তাবাদী চেতনার প্রতিফলন ঘটেছিল? [কু.বো.'২০]

(a) ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে (b) বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে
(c) উপমহাদেশ বিভক্তির ফলে (d) পাকিস্তানি শাসন শুরু হলে

### উত্তরমালা

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ০১. a | ০২. c | ০৩. d | ০৪. c | ০৫. a | ০৬. a |

০৭। পয়লা বৈশাখ উদ্‌যাপনের মধ্যে আমাদের কোন চেতনার প্রকাশ ঘটে? [সি.বো.'২০]
(a) সামাজিক (b) ধর্মীয়
(c) জাতীয়তাবাদী (d) রাজনৈতিক

০৮। 'যেখানে আসিয়া এক হয়ে গেছে সব বাধা-ব্যবধান
যেখানে মিশেছে হিন্দু-বৌদ্ধ-মুসলিম ক্রীশ্চান' – 'পয়লা বৈশাখ' প্রবন্ধের সাথে উপরের কবিতাংশটির মিল রয়েছে-
(i) ধর্মনিরপেক্ষতায় (ii) জাতীয়তা বোধে
(iii) সর্বজনীনতায়
**নিচের কোনটি সঠিক?** [ঢা.বো.'১৯]
(a) i, ii (b) ii, iii (c) i, iii (d) i, ii, iii

০৯। 'পয়লা বৈশাখ' প্রবন্ধের আলোকে 'আইন-ই-আকবরী' কত বছর আগে রচিত হয়? [চ.বো.১৯]
(a) দুইশ বছর (b) আড়াইশ বছর
(c) তিনশ বছর (d) সাড়ে তিনশ বছর

**নিচের উদ্দীপকের আলোকে পরবর্তী দুইটি প্রশ্নের উত্তর দাও:**
একটি বিশেষ তারিখে রমনার বটমূলে প্রতিবছর ভোর থেকে গানের আসর বসে। নানান সাজে সজ্জিত হয়ে নারী-পুরুষ আবালবৃদ্ধ-বনিতা সেখানে জমা হয়।

১০। উদ্দীপকটি কোন দিনের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়? [সি.বো.১৯]
(a) পয়লা বৈশাখ (b) একুশে ফেব্রুয়ারি
(c) ছাব্বিশে মার্চ (d) ষোলই ডিসেম্বর

১১। রমনার বটমূলের অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বাঙালির কোন চেতনাটি প্রকাশ পেয়েছে? [সি.বো.১৯]
(a) উৎসবের শ্রেষ্ঠত্ব (b) সাংস্কৃতিক ভিন্নতা
(c) ঐক্যবোধ (d) বহুমুখী ভাবনা

১২। আমাদের ঐতিহ্য তো মির মদন ও মোহন লালের, তিতুমীর ও মঙ্গলপাণ্ডের, গোবিন্দদেব ও মুনীর চৌধুরীর। - এ বাক্যে যে চেতনা ধারণ করে— [ব.বো., য.বো.'১৯]
(a) স্বজাত্যবোধ (b) অসাম্প্রদায়িকতা
(c) বাঙালি জাতীয়তা (d) বাংলাদেশি জাতীয়তা

১৩। পৃথিবীর সব দেশে নববর্ষ উদ্‌যাপনে কোনটিতে মৌলিক ঐক্য লক্ষ করা যায়? [কু.বো.১৯]
(a) রীতি প্রকৃতিতে (b) আনন্দ যাত্রায়
(c) পুনরুজ্জীবনের ধারণায় (d) উৎসবের ভিন্নতায়

১৪। বাংলা নববর্ষ উৎসব প্রাবন্ধিকের মতে কোন চেতনার ধারক?
(a) বাঙালি (b) স্বদেশি [দি.বো.১৯]
(c) ধর্মনিরপেক্ষ (d) জাতীয়

১৫। 'বুর্জোয়া বিলাস' বলতে কোন শ্রেণির মানুষের শখ বোঝায়?
(a) নিম্নবিত্ত (b) মধ্যবিত্ত [ঢা. বো.' ১৭]
(c) উচ্চবিত্ত (d) নিম্নমধ্যবিত্ত

১৬। পয়লা বৈশাখকে লেখক কোন কারণে শ্রেষ্ঠ উৎসব বলেছেন?
(a) সংস্কৃতির (b) ঐক্যের [চ.বো.'১৭]
(c) সামাজিকতার (d) ঐতিহ্যের

১৭। সুদূর অতীতে বাংলা নববর্ষের সাথে অবিচ্ছেদ্য যোগসূত্র ছিল –
(a) কৃষি সমাজের [ব.বো.'১৭]
(b) নবাব ও জমিদারদের
(c) শ্রমজীবী সাধারণ মানুষের
(d) ব্যবসায়ীদের

## বোর্ড পরীক্ষার জন্য গুরুত্বপূর্ণ MCQ প্র্যাক্টিস প্রবলেম

১৮। পূর্ব পাকিস্তানে বাংলা নববর্ষ উদ্‌যাপন নিয়ে পাকিস্তানি শাসকবর্গ যেরূপ মনোভাব পোষণ করেন–
(i) কৌতূহলোদ্দীপক (ii) প্রশংসনীয়
(iii) ন্যক্কারজনক
**নিচের কোনটি সঠিক?**
(a) i, ii (b) i, iii (c) ii, iii (d) i, ii, iii

১৯। নববর্ষ উদ্‌যাপন রীতিতে পরিবর্তন এসেছে কোন কারণে?
(a) চিন্তার পরিবর্তনে
(b) সময়ের পরিবর্তনে
(c) অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির কারণে
(d) ঐতিহ্যের পালাবদলে

২০। কে বাংলা নববর্ষকে এদেশের জনগণের নওরোজ বলেছেন?
(a) সিরাজদ্দৌলা (b) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
(c) আবুল ফজল (d) টেনিসন

২১। কী কারণে বর্তমানে বৈশাখের আনন্দ অনুষ্ঠানের প্রাণকেন্দ্র শহর কেন্দ্রিক হয়েছে?
(a) অর্থনৈতিক (b) সামাজিক
(c) রাজনৈতিক (d) ধর্মীয়

**নিচের উদ্দীপকের আলোকে পরবর্তী দুইটি প্রশ্নের উত্তর দাও:**
অষ্টম শ্রেণির ছাত্রী তানিশা তার মাকে বলে, 'এবার বাংলা নববর্ষে পান্তা ইলিশ খাব'। তানিশার মা বলেন, 'ইলিশ এর দাম আমাদের ধরাছোঁয়ার বাইরে।'

২২। কবীর চৌধুরীর মতে তানিশা সমাজের কোন অংশের সাথে একাত্ব হয়েছে?
(a) সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী চেতনা
(b) মধ্যবিত্ত বুর্জোয়া
(c) শ্রমজীবী মানুষের অন্তরসত্তা
(d) জাতীয়তাবাদী চেতনা সমৃদ্ধ লোক

## উত্তরমালা

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ০৭. c | ০৮. c | ০৯. d | ১০. a | ১১. c | ১২. b | ১৩. c | ১৪. c |
| ১৫. b | ১৬. d | ১৭. a | ১৮. b | ১৯. c | ২০. c | ২১. a | ২২. b |

২৩। তানিশাদের মত বাঙালিদের নববর্ষ উৎসবে সম্পৃক্ত করতে হলে প্রয়োজন-
(i) অনুষ্ঠান উদ্‌যাপনের রীতি পরিবর্তন
(ii) অনুষ্ঠানের নতুন মাত্রিকতা (iii) ধর্ম নিরপেক্ষতা
**নিচের কোনটি সঠিক?**
(a) i, ii (b) i, iii (c) ii, iii (d) i, ii, iii

২৪। সব দেশে কোনটি উদ্‌যাপন হয়?
(a) পয়লা বৈশাখ (b) নববর্ষ
(c) রবীন্দ্র জয়ন্তী (d) নজরুল জয়ন্তী

২৫। ধর্মনিরপেক্ষতা বলতে কী বোঝায়?
(a) সকল ধর্মে বিশ্বাস
(b) সকল ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ
(c) ধর্মের প্রতি অনীহা
(d) ধর্মে বিশ্বাস না করা

২৬। ন্যক্কারজনক দ্বারা লেখক কী বুঝিয়েছেন?
(a) অপমানজনক (b) নিন্দনীয়
(c) হিংসাত্মক (d) আনন্দদায়ক

২৭। রাখিবন্ধন অনুষ্ঠিত হয় কখন?
(a) শ্রাবণ পূর্ণিমায় (b) মাঘী পূর্ণিমায়
(c) শরতের পূর্ণিমায় (d) শীতের পূর্ণিমায়

২৮। 'আধুনিক মার্কিন সাহিত্য' কে রচনা করেছেন?
(a) বার্নাড'শ (b) কবীর চৌধুরী
(c) টেনিসন (d) শেক্সপিয়ার

২৯। কবির চৌধুরী কত সালে পরলোকগমন করেন?
(a) ১৯৯৯ সালে (b) ২০০১ সালে
(c) ২০০৭ সালে (d) ২০১১ সালে

৩০। রবীন্দ্রনাথ কাকে সুদূরে মিলিয়ে যেতে বলেছেন?
(a) বাতাসকে (b) অশ্রুবাষ্পকে
(c) সংস্কৃতিকে (d) গীতিকে

৩১। উপমহাদেশ বিভক্তির ফলে কত সালে পাকিস্তান সৃষ্টি হয়?
(a) ১৯৪৭ সালে (b) ১৯৪০ সালে
(c) ১৯৫৭ সালে (d) ১৯৬৭ সালে

৩২। 'শভিনিস্টিক' বলতে বুঝায়-
(a) সাম্রাজ্যবাদী (b) আত্মগৌরব মতবাদী
(c) জাতীয়তাবাদী (d) গণতন্ত্রবাদী

৩৩। কবীর চৌধুরী কোন উপাধিতে ভূষিত হন?
(a) জাতীয় কবি (b) পদ্মভূষণ
(c) জাতীয় লেখক (d) জাতীয় অধ্যাপক

৩৪। তৎকালীন পাকিস্তানি শাসকবর্গ ছিল-
(i) ক্ষীণদৃষ্টি (ii) ধর্মান্ধ
(iii) নয়া উপনিবেশবাদী
**নিচের কোনটি সঠিক?**
(a) i, ii (b) ii, iii (c) i, iii (d) i, ii, iii

৩৫। 'নওরোজ' অর্থ-
(a) নতুন দিন (b) নাবিক
(c) ফুলের পাপড়ি (d) উৎসব

## উত্তরমালা

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ২৩. a | ২৪. b | ২৫. b | ২৬. b | ২৭. a | ২৮. b | ২৯. d |
| ৩০. b | ৩১. a | ৩২. b | ৩৩. d | ৩৪. d | ৩৫. a | |

## MCQ প্রশ্নের ব্যাখ্যামূলক সমাধান

### বিগত বছরের বোর্ড পরীক্ষার গুরুত্বপূর্ণ MCQ প্রশ্নসমূহের সমাধান

০৫। **সমাধান: (a);** পয়লা বৈশাখ উদ্‌যাপনের ঐতিহ্য সুপ্রাচীন ও গৌরবমণ্ডিত।

০৯। **সমাধান: (d);** "সাড়ে তিনশ বছরেরও বেশি আগে বিখ্যাত ঐতিহাসিক আবুল ফজল আইন-ই-আকবরী রচনা করেন।"

১৫। **সমাধান: (b);** বুর্জোয়া বিলাস অর্থ - মধ্যবিত্ত শ্রেণির মানুষের শখ।

২০। **সমাধান: (c);** আইন-ই-আকবরী গ্রন্থে লেখক ও ঐতিহাসিক আবুল ফহল পয়লা বৈমাখকে এদেমের জনগণের নওরোজ বলেছেন।

## জ্ঞানমূলক CQ প্রশ্ন ও নমুনা উত্তর

### বিগত বছরের বোর্ড পরীক্ষার গুরুত্বপূর্ণ CQ প্রশ্নসমূহ

**০১। নবাব সিরাজদ্দৌলা শেষবারের মতো লড়াই করার জন্য কাদের ডাক দিয়েছিলেন?** [য.বো.'২৪]

**উত্তর:** নবাব সিরাজউদ্দৌলা শেষবারের মতো লড়াই করার জন্য হিন্দু-মুসলমান উভয়কে ডাক দিয়েছিলেন।

**০২। স্বাদেশিকতা কী?** [ব.বো.'২০]

**উত্তর:** স্বাদেশিকতা হলো নিজের দেশের প্রতি ভালোবাসা।

০৩। **শভিনিস্টিক কী?** [ম. বো.'২০, চ.বো.'১৯]

**উত্তর:** শভিনিস্টিক হলো আত্মগৌরব মতবাদী।

০৪। **আবুল ফজল তাঁর কোন গ্রন্থে বাংলা নববর্ষকে এদেশের জনগণের 'নওরোজ' বলেছেন?** [ঢা.বো.'১৯]

**উত্তর:** আবুল ফজল তাঁর 'আইন-ই-আকবরী' গ্রন্থে বাংলা নববর্ষকে এদেশের জনগণের 'নওরোজ' বলেছেন।

### বোর্ড পরীক্ষার জন্য গুরুত্বপূর্ণ CQ প্র্যাক্টিস প্রবলেম

০৫। **ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক রাজত্বে নববর্ষ পালনে এদেশের জনগণের চিত্তে কীসের প্রতিফলন ঘটেছিল?**

**উত্তর:** ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক রাজত্বে নববর্ষ পালনে এদেশের জনগণের চিত্তে স্বাদেশিকতা ও জাতীয়তাবাদী চেতনার প্রতিফলন ঘটেছিল।

## অনুধাবনমূলক CQ প্রশ্ন ও নমুনা উত্তর

### বিগত বছরের বোর্ড পরীক্ষার গুরুত্বপূর্ণ CQ প্রশ্নসমূহ

০১। **"মুছে যাক গ্লানি ঘুচে যাক জরা, অগ্নিস্নানে শুচি হোক ধরা" ব্যাখ্যা কর।** [য.বো.'২৪]

**উত্তর:** "মুছে যাক গ্লানি ঘুচে যাক জরা, অগ্নিস্নানে শুচি হোক ধরা" 'এই পঙ্‌ক্তি দ্বারা বোঝানো হয়েছে পুরাতন ও জরাজীর্ণতাকে পেছনে ফেলে নতুনকে বরণ করে নেওয়া।

নববর্ষে সবাই পুরাতনকে বিদায় জানিয়ে নতুনকে বরণ করে নেয়। নতুন উদ্যমে সকল কিছু শুরু করে নবজীবনের প্রত্যাশায়। পৃথিবীকে নতুনভাবে সাজানোর প্রত্যাশা করে।

০২। **বাংলা নববর্ষ বাঙালির অনন্য উৎসব কেন?** [ঢা.বো.'১৯]

**উত্তর:** বাংলা নববর্ষ বাঙালির ধর্ম-বর্ণ-শ্রেণি নিরপেক্ষ জাতীয় উৎসব–তাই একে বাঙালির অনন্য উৎসব বলা হয়।

বাংলা নববর্ষ পয়লা বৈশাখ বাঙালির সর্বশ্রেষ্ঠ সাংস্কৃতিক উৎসব। কৃষি নির্ভর এদেশের নববর্ষ উদ্‌যাপনের ধারণা বা রীতি বহু পুরাতন। এ-উৎসব কেবল হিন্দুর বা মুসলমানদের কিংবা বৌদ্ধ-খ্রিষ্টানদের নয়–এ উৎসব বাংলাভাষী এবং বাংলাদেশে বসবাসকারী সকল বাঙালির। এই সর্বজনীনতার জন্য বাংলা নববর্ষকে বাঙালির অনন্য উৎসব বলা হয়।

০৩। **পয়লা বৈশাখকে এ অবস্থা থেকে উদ্ধার করার প্রয়োজন কেন?** [চ.বো.'১৯]

**উত্তর:** এখানে মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্ত নাগরিকের বুর্জোয়া বিলাস ও ফ্যাশনের নেতিবাচকতা থেকে উদ্ধারের কথা বলা হয়েছে।

অতীতে গ্রামবাংলা পয়লা বৈশাখ উদ্‌যাপনের প্রাণকেন্দ্র ছিল; তবে বর্তমানে অর্থনৈতিক কারণে নববর্ষের জাঁকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠান আয়োজিত হয় শহরে, বিশেষ করে ঢাকায়। শহরের বাংলা নববর্ষ আয়োজনে থাকে বুর্জোয়া রুচির ছাপ। বাংলা নববর্ষের ঐতিহ্য কিছুটা ম্লান হয়ে যায় শহুরে মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্ত নাগরিকদের রুচি ও ফ্যাশনের কারণে। এ বিষয়টি লেখককে ব্যথিত করেছে। তাই পয়লা বৈশাখকে এই বুর্জোয়ার প্রভাব থেকে উদ্ধারের প্রয়োজনীয়তার কথা বলেছেন লেখক।

### বোর্ড পরীক্ষার জন্য গুরুত্বপূর্ণ CQ প্র্যাক্টিস প্রবলেম

০৪। **ঢাকার নববর্ষ উদ্‌যাপনকে লেখক বুর্জোয়া বিলাস বলেছেন কেন?**

**উত্তর:** লেখক ঢাকার নববর্ষ উদ্‌যাপনকে 'বুর্জোয়া বিলাস' হিসেবে উল্লেখ করেছেন, কারণ দিন দিন পয়লা বৈশাখ তার ঐতিহ্যবাহী আবেদন হারিয়ে ব্যাবসা-বাণিজ্য এবং বিভিন্ন বিলাসী অনুষ্ঠানের অংশে পরিণত হচ্ছে।

পোশাক ও সাজসজ্জা বাংলাদেশের সংস্কৃতির গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। পয়লা বৈশাখে বাঙালিরা পোশাকের মাধ্যমে জাতীয়তাবাদী চেতনা প্রকাশ করে থাকে। তবে বর্তমানে, পয়লা বৈশাখের ঐতিহ্য নষ্ট হচ্ছে এবং এটি শুধু ঐতিহ্যবাহী উৎসব হিসেবে পালিত হচ্ছে না। এখন এটি ব্যাবসায়িক কার্যক্রম এবং আধুনিক ফ্যাশনের অংশ হয়ে উঠেছে, যা ঐতিহ্যকে ক্ষুণ্ন করছে এবং বৈশাখের আসল উদ্দেশ্যকে ব্যাহত করছে। লেখক এই পরিবর্তনের প্রতি ইঙ্গিত করে ঢাকার নববর্ষ উদ্‌যাপনকে 'বুর্জোয়া বিলাস' হিসেবে অভিহিত করেছেন।

## প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতামূলক সৃজনশীল প্রশ্ন

### বিগত বছরের বোর্ড পরীক্ষার গুরুত্বপূর্ণ CQ প্রশ্নসমূহ

০১। অতীতে পয়লা বৈশাখ গ্রামের সাধারণ মানুষের কাছে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ ছিল। এদিন তারা বাড়িঘর পরিষ্কার রাখত, ব্যবহার্য জিনিসপত্র ধোয়ামোছা করে সকালে গোসল সেরে পূত-পবিত্র হতো। এ দিনটিতে ভালো খাওয়া, ভালো থাকা ও ভালো পরতে পারাকে তারা ভবিষ্যতের জন্য মঙ্গলজনক মনে করতো। পরস্পরের বাড়িতে যাওয়া- আসা, শুভেচ্ছা বিনিময় ও নানারকম আনন্দ-উৎসবের আয়োজন করত। [য.বো.'২৪]

(গ) উদ্দীপকের সাথে 'পয়লা বৈশাখ' প্রবন্ধের বাংলা নববর্ষ উদ্‌যাপনের বৈসাদৃশ্যপূর্ণ দিকটি ব্যাখ্যা কর। ৩

(ঘ) "উদ্দীপকে 'পয়লা বৈশাখ' প্রবন্ধের প্রতিফলন থাকলেও তা লেখকের প্রত্যাশাকে ধারণ করতে পারেনি।" –মন্তব্যটি বিশ্লেষণ কর। ৪

০২। দীপ্তর বাবা ব্যবসায়ী। আজ তাদের দোকান বিভিন্ন রঙের কাগজ কেটে সাজানো হয়েছে। সে তার বন্ধু শেফালী ও নিতীশ চাকমাকে দোকানে মিষ্টি খাওয়ার দাওয়াত দেয়। মিষ্টি খেয়ে তারা এক সাথে মেলায় যায়। মেলায় হরেক রকম দোকান বসেছে। মেলায় ঘুরে ঘুরে তারা বিভিন্ন শখের জিনিস কেনে, নাগর- দোলায় চড়ে এবং পুতুল নাচ দেখে। ফেরার পথে তাদের মনে পড়ে শহরের বন্ধু আসিফের কথা। আসিফ ও তার পরিবার এই নববর্ষ উপলক্ষ্যে নতুন বিশেষ পোশাক ক্রয়ে বিপুল অর্থ ব্যয় করে। এসব গল্প করতে করতে তারা বাড়ি ফেরে। [ঢা.বো.'১৯]

(গ) উদ্দীপকের দীপ্ত, শেফালী ও নিতীশ চাকমার পয়লা বৈশাখ উদ্‌যাপনে 'পয়লা বৈশাখ' প্রবন্ধের কোন দিকটি ফুটে উঠেছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

(ঘ) "পয়লা বৈশাখকে আসিফের পরিবারের নববর্ষ পালনের রীতি থেকে উদ্ধার করাই 'পয়লা বৈশাখ' প্রবন্ধের লেখকের প্রত্যাশা।"—মন্তব্যটি বিশ্লেষণ কর। ৪

০৩। মুছে ফেল হৃদয়ের শোণিতের দাগ
ভুলে যাও শোক যাহা আছে
অতীতের স্মৃতিটুকু থাক পিছে পড়ে
তারে আর ডাকিও না কাছে।
নবগানে নবতানে পুরিয়া অন্তর
কর্মভূমে হও অগ্রসর
হৃদয়ের সংকীর্ণতা করি পরিহার
বিশ্বপ্রেমে মাতাও অন্তর। [চ.বো.'১৯]

(গ) উদ্দীপকে 'পয়লা বৈশাখ' প্রবন্ধে যে বিশেষ দিকের ইঙ্গিত আছে, তা ব্যাখ্যা কর। ৩

(ঘ) 'পয়লা বৈশাখ' প্রবন্ধের সমগ্রতা প্রকাশে উদ্দীপকটির সক্ষমতা বিচার কর। ৪

### বোর্ড পরীক্ষার জন্য গুরুত্বপূর্ণ CQ প্র্যাক্টিস প্রবলেম

০৪। দৃশ্যকল্প-১: 'বাঙালির এই প্রাণের মেলা থামিয়েছিল যারা লাঠি দিয়ে বীর বাঙালি ওদের করল দেশ ছাড়া।'
দৃশ্যকল্প-২: 'নববর্ষ এলো ফিরে পড়ে গেল সাড়া নতুন নতুন রংবেরঙে সাজল বসুন্ধরা। নানা রকম অনুষ্ঠানে খায় মিষ্টি-মন্ডা-গজা ছেলে-বুড়ো, নারী-পুরুষ সবাই করে মজা। শহর-গ্রাম-গঞ্জে বসে নানা রঙের মেলা। সবাই করে বিকিকিনি চলে নানান খেলা।'

(গ) দৃশ্যকল্প-১ এ 'পয়লা বৈশাখ' প্রবন্ধের যে দিকটি ফুটে উঠেছে তা বর্ণনা কর। ৩

(ঘ) "দৃশ্যকল্প-২ এ 'পয়লা বৈশাখ' প্রবন্ধের সামগ্রিক দিকের প্রতিফলন ঘটেনি।"- মন্তব্যটি বিচার কর। ৪

## প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতামূলক সৃজনশীল প্রশ্নের সমাধান

### বিগত বছরের বোর্ড পরীক্ষার গুরুত্বপূর্ণ CQ প্রশ্নসমূহের সমাধান

০১। **গ.** উদ্দীপকে বাংলা নববর্ষ উদ্‌যাপনে গ্রামীণ ঐতিহ্য প্রতিফলিত হলেও প্রবন্ধ অনুসারে বর্তমানে এই উদ্‌যাপনে নাগরিক বুর্জোয়া বিলাস ও ফ্যাশনের প্রভাব প্রতিফলিত হয়।

উদ্দীপকে নববর্ষ উদ্‌যাপনের গ্রামীণ ঐতিহ্য ফুটে উঠেছে। অতীতে পয়লা বৈশাখ মূলত ছিল গ্রামীণ সংস্কৃতি নির্ভর অনুষ্ঠান। এর সাথে জড়িয়ে ছিল নতুন করে সবকিছু শুরু করার প্রত্যয়। তাই এদিন ঘরবাড়ি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতো গ্রামীণ মানুষেরা। বছরের সব দিন যাতে ভালোভাবে যায় তাই এদিনটিতে ভালো খাওয়া-দাওয়া এবং নতুন পোশাক পরিধান করতো। পাশাপাশি ছিল বিচিত্র আনন্দ-উৎসবের আয়োজন।

কিন্তু বর্তমানে পয়লা বৈশাখ উদ্‌যাপনে গ্রামীণ ঐতিহ্য অনেক ফিকে হয়ে গেছে। তার স্থান নিয়েছে শহুরে নাগরিক বুর্জোয়া বিলাস ও ফ্যাশন। এই পরিবর্তনের কারণ অর্থনীতি। বর্তমান অর্থনীতি শহর নির্ভর। তাই পয়লা বৈশাখের আয়োজন প্রাণকেন্দ্র শহর, বিশেষ করে ঢাকা। বাংলা নববর্ষ উদ্‌যাপনের এই শহর কেন্দ্রিক দিক তাই উদ্দীপকের সঙ্গে বৈসাদৃশ্য সৃষ্টি করেছে।

**ঘ.** "উদ্দীপকে 'পয়লা বৈশাখ' প্রবন্ধের প্রতিফলন থাকলেও তা লেখকের প্রত্যাশাকে ধারণ করতে পারেনি।" – মন্তব্যটি যথার্থ।

'পয়লা বৈশাখ' প্রবন্ধে প্রাবন্ধিক অসাম্প্রদায়িক চেতনার বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছেন। প্রাবন্ধিক প্রত্যাশা করেন পয়লা বৈশাখ উদ্‌যাপনের মধ্যে দিয়ে এই চেতনা সম্প্রসারিত হবে। প্রাবন্ধিক 'পয়লা বৈশাখ' প্রবন্ধে বলেছেন মানুষ অসাম্প্রদায়িক মনোভাব নিয়ে পাকিস্তানিদের প্রতি প্রতিবাদস্বরূপ বাংলা নববর্ষ উদ্‌যাপন করেছে। বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনাকে তুলে ধরে ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শের প্রতিফলন ঘটিয়েছেন প্রাবন্ধিক। তিনি আরো বলেন সিরাজউদ্দৌলা শেষবারের মতো লড়াই করার জন্য হিন্দু মুসলমান উভয়কেই ডাক দিয়েছিলেন। আমাদের ঐতিহ্য এই অসাম্প্রদায়িক চেতনাকে ঘিরেই সৃষ্টি হয়েছে। এই ধর্মনিরপেক্ষ চেতনাকে তিনি অপরাজয়ের শক্তি ও মহিমায় পূর্ণ করার প্রত্যাশা ব্যক্ত করে রচনা শেষ করেছেন।

উদ্দীপকে পয়লা বৈশাখের গ্রামীণ সংস্কৃতির চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। গ্রামের বাড়িঘর, ব্যবহার্য জিনিসপত্র পয়লা বৈশাখে পরিষ্কার করে রাখা হয়। পরস্পরের বাড়িতে যাওয়া-আসা, শুভেচ্ছা বিনিময় ও নানারকম আনন্দ উৎসবের আয়োজন করা হয়।

উদ্দীপকের পয়লা বৈশাখ উদ্‌যাপনের মাধ্যমে কেবল গ্রামীণ ঐতিহ্য প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু প্রাবন্ধিক 'পয়লা বৈশাখ' প্রবন্ধে ধর্মনিরপেক্ষতা তথা অসাম্প্রাদায়িকতার কথা আলোকপাত করেছেন এবং এই অসাম্প্রদায়িক চেতনাকে জাতীয় জীবনে ধারণ করার প্রত্যাশা ব্যক্ত করেছেন যা উদ্দীপকে নেই। তাই বলা হয়েছে উদ্দীপকে 'পয়লা বৈশাখ' প্রবন্ধের প্রতিফলন থাকলেও তা লেখকের প্রত্যাশাকে ধারণ করতে পারেনি।

০২। **গ.** উদ্দীপকের দীপ্ত, শেফালী ও নিতীশ চাকমার পয়লা বৈশাখ উদ্‌যাপনে 'পয়লা বৈশাখ' প্রবন্ধের পয়লা বৈশাখের চিরায়ত উৎসব-মুখর ঐতিহ্যের দিকটি ফুটে উঠেছে।

'পয়লা বৈশাখ' প্রবন্ধে লেখক কবীর চৌধুরী এই উৎসবের ইতিহাস-ঐতিহ্য, জাতীয়তাবাদী চেতনার দিক, বর্তমানে উদ্‌যাপনের চিত্র, এই উৎসব নিয়ে লেখকের প্রত্যাশা প্রভৃতি দিক নিয়ে আলোচনা করেছেন। পয়লা বৈশাখের ঐতিহ্য মূলত কৃষিভিত্তিক গ্রামবাংলা কেন্দ্রিক। তাই গ্রামীণ মেলা, বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, হালখাতা, মিঠাই বিতরণ, পুতুল নাচ প্রভৃতি বিষয় বাংলা নববর্ষের অপরিহার্য অংশে পরিণত হয়েছে। যদিও শহুরে পরিবেশে বর্তমানে নববর্ষ ভিন্ন ব্যঞ্জনা ধারণ করেছে- যা বুর্জোয়া রুচি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।

উদ্দীপকে দীপ্ত, শেফালী ও নিতীশ চাকমা পয়লা বৈশাখ উদ্‌যাপন করেছে বাংলা নববর্ষের চিরায়ত ঐতিহ্যকে ধারণ করে। নববর্ষ উপলক্ষ্যে দীপ্ত তার বন্ধু শেফালী ও নিতীশকে নিমন্ত্রণ জানায় তাদের দোকানে আয়োজিত হালখাতায়। তারপর তারা মেলায় যায় এবং আনন্দ-উল্লাসে পুরো দিন অতিবাহিত করে। তারা বাংলা নববর্ষের চিরায়ত ঐতিহ্য অনুসারে পয়লা বৈশাখ পালন করেছে। এখানে শহুরে বুর্জোয়া রুচির ছাপ নেই, আছে অনাবিল আনন্দের উৎস। তাই বলা যায়, দীপ্ত, শেফালী ও নিতীশের পয়লা বৈশাখ উদ্‌যাপনের মাঝে 'পয়লা বৈশাখ' প্রবন্ধের চিরায়ত ঐতিহ্যই ফুটে উঠেছে।

**ঘ.** পয়লা বৈশাখকে আসিফের পরিবারের নববর্ষ পালনের বুর্জোয়া রীতি থেকে উদ্ধার করাই 'পয়লা বৈশাখ' প্রবন্ধের লেখকের প্রত্যাশা।

পয়লা বৈশাখ বাঙালি কৃষিনির্ভর সমাজের সর্বজনীন উৎসব হিসেবে বহু আগে থেকে উদ্‌যাপিত হয়ে আসছে। এ উৎসব ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলের। বিভিন্ন আয়োজনের মাধ্যমে পালিত হয় এই অনুষ্ঠান। ক্রীড়া প্রতিযোগিতা, প্রদর্শনী, আলোচনা সভা, সঙ্গীতানুষ্ঠান, পুতুল নাচ, যাত্রাপালা প্রভৃতির আয়োজন নববর্ষের অন্যতম অনুষ্ঠান। এছাড়া আছে ব্যবসায়ীদের হালখাতার ঐতিহ্য। গ্রাম বাংলা কেন্দ্রিক এই আনন্দ উৎসব আজ শহুরে বুর্জোয়া রুচির প্রভাবে বিকৃত হতে যাচ্ছে। ফলে ঐতিহ্য পালন থেকে পয়লা বৈশাখ হয়ে উঠছে বিদেশি পোশাক চর্চা ও বুর্জোয়া বিলাসের উপলক্ষ্য মাত্র। এই প্রভাব থেকে বাঙালির জাতীয় উৎসবকে রক্ষার বাসনাও এই রচনার অন্যতম দিক।

উদ্দীপকে আসিফের পরিবারের প্রতীকে এই বুর্জোয়া বিলাসের চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। আসিফ ও তার পরিবার পয়লা বৈশাখ উপলক্ষ্যে বিপুল অর্থ ব্যয় করে। অথচ পয়লা বৈশাখের প্রকৃত তাৎপর্য ও আনন্দ থেকে তারা বিচ্ছিন্ন । এই আসিফের পারিবারিক রুচি পয়লা বৈশাখের মূল চেতনার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়।

অর্থাৎ, কবীর চৌধুরী 'পয়লা বৈশাখ' প্রবন্ধের মাধ্যমে সে সকল অভীপ্সা ব্যক্ত করেছেন তার মধ্যে অন্যতম এই বুর্জোয়া রুচির কবল থেকে পয়লা বৈশাখের ঐতিহ্যকে রক্ষা করা। তাই বলা যায়, উদ্দীপকের আসিফের পরিবারের বুর্জোয়া রুচি থেকে নববর্ষ পালনের ঐতিহ্যকে রক্ষা করাই লেখকের প্রত্যাশা।

০৩। **গ.** উদ্দীপকে 'পয়লা বৈশাখ' প্রবন্ধের পুনর্জীবনের চেতনা এবং সংকীর্ণতামুক্ত উদার মানবিকতার ইঙ্গিত রয়েছে।

নববর্ষ অনুষ্ঠানটি সকল দেশেই প্রচলিত আছে। এর মূল তাৎপর্য হলো নবজন্ম বা পুনরুজ্জীবন। অর্থাৎ, জীর্ণ অস্তিত্বকে বিদায় দিয়ে সজীব-সতেজ-নবীন জীবনে প্রবেশ করার আনন্দানুভূতি। পাশাপাশি 'নববর্ষ' দেয় সংকীর্ণতামুক্তির চেতনা। বাংলা নববর্ষে বাঙালিরা ধর্ম-বর্ণ-গোত্র সবকিছুর বিভেদ ভুলে গিয়ে একত্রে আনন্দ ভাগাভাগি করে নেয়। জাতীয় এই ঐক্যবোধ অভিন্ন মানবসত্তারই প্রাথমিক ধাপ। এই চেতনা কবীর চৌধুরীর 'পয়লা বৈশাখ' প্রবন্ধের শিক্ষা।

উদ্দীপকেও সকল শোক, অতীত স্মৃতি ভুলে নব উদ্যমে সম্মুখে অগ্রসর হওয়ার বাণী ধ্বনিত হয়েছে। নবগানে, নবতানে অন্তর পূর্ণ করে কর্মে অবতীর্ণ হওয়ার আহ্বান জানানো হয়েছে, যা পুনরুজ্জীবনেরই ইঙ্গিত দেয়। এছাড়া উদ্দীপকে হৃদয়ের সংকীর্ণতাকে পরিহার করে বিশ্বপ্রেমে মেতে উঠার আহ্বান জানানো হয়েছে; যা জাতীয় ঐক্য গঠনেরও পূর্বশর্ত। সংকীর্ণতাকে পরিহারের মাধ্যমেই ধর্ম-বর্ণ-গোত্র নিরপেক্ষ জাতীয় ও বৈশ্বিক ঐক্যগঠন সম্ভব। অর্থাৎ, উদ্দীপকে এই পুনরুজ্জীবন ও ঐক্যবোধের চেতনার প্রতিফল ঘটেছে।

**ঘ.** 'পয়লা বৈশাখ' প্রবন্ধের সমগ্রদিক উদ্দীপকে প্রকাশিত হয়নি।

উদ্দীপকের কবিতাংশে কবি অতীতের দুঃখ-কষ্ট, শোক, দুঃসহ স্মৃতি ভুলে থাকার আহ্বান জানিয়েছেন। নতুন উদ্দীপনার, নতুন মন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে সামনে এগিয়ে যেতে হবে। এই অগ্রযাত্রায় সঙ্গী হবে সংকীর্ণতামুক্ত উদার মানসিকতা। এই উদার মন বিশ্বের সকলকে সমদৃষ্টিতে দেখবে এবং বৈশ্বিক ঐক্য গড়ে তুলবে।

'পয়লা বৈশাখ' প্রবন্ধেও এই নব-উদ্যম ও সংকীর্ণ মানসিকতা পরিহারের বিষয়টি রয়েছে। তবে এই প্রবন্ধের বিষয়বস্তু আরও ব্যাপক। কৃষিভিত্তিক বাংলা নববর্ষের জাতীয় উৎসবে পরিণত হওয়ার ঐতিহাসিক যাত্রা, সাংস্কৃতিক এই উৎসবের জাতীয়তাবাদী চেতনা সঞ্চারের ইতিহাস, লেখকের বুর্জোয়া প্রভাব থেকে নববর্ষকে মুক্তির আকাঙ্ক্ষা প্রভৃতি বিষয় এই প্রবন্ধের অন্যতম আলোচ্য বিষয়।

অর্থাৎ, উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, উদ্দীপকে উল্লিখিত দুটি দিক ব্যতীত 'পয়লা বৈশাখ' প্রবন্ধে আরও দিক আলোচিত হয়েছে। তাই 'পয়লা বৈশাখ' প্রবন্ধের সমগ্রতা প্রকাশে উদ্দীপকটি সক্ষম নয়।

## বোর্ড পরীক্ষার জন্য গুরুত্বপূর্ণ CQ প্র্যাক্‌টিস প্রবলেম সমাধান

০৪। **গ.** দৃশ্যকল্প-১ এ 'পয়লা বৈশাখ' প্রবন্ধে বাঙালি সংস্কৃতি ও চেতনার বিরুদ্ধে অপশক্তির বিতাড়িত হওয়ার বিষয়টি তুলে ধরা হয়েছে।

পয়লা বৈশাখ, বা বাংলা নববর্ষ, বাঙালির একটি অন্যতম সাংস্কৃতিক উৎসব। ১৯৪৭ সালের ভারত-বিভাগের পর পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হলে, পূর্ব পাকিস্তানে নববর্ষ উদ্‌যাপন নিয়ে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী এবং ধর্মান্ধদের পক্ষ থেকে বিরোধী মনোভাব প্রকাশ করা হয়। এ সময়, পূর্ব পাকিস্তানের শিক্ষিত জনগণ ধর্ম ও সম্প্রদায় নির্বিশেষে বাংলা নববর্ষ উদ্‌যাপনের মাধ্যমে প্রতিবাদ জানিয়েছিল। ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে পাকিস্তানিরা এদেশ থেকে চিরতরে বিতাড়িত হয়, এবং এসময় বাঙালির সাংস্কৃতিক মুক্তির প্রতীক হিসেবে পয়লা বৈশাখের উদ্‌যাপন পুনরায় শক্তিশালী হয়।

দৃশ্যকল্প-১ এ বাঙালির এই সংগ্রাম এবং অপশক্তির বিরুদ্ধে তাদের প্রতিরোধের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। যারা বাঙালির প্রাণের মিলনমেলা থামাতে চেয়েছিল, তাদের বিরুদ্ধে লাঠি হাতে সংগ্রাম করে বাঙালি। তাদের প্রতিরোধের মুখে অপশক্তি বিতাড়িত হয়। 'পয়লা বৈশাখ' প্রবন্ধের মধ্যে এই প্রতিরোধের চিত্রটি স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে।

**ঘ.** "দৃশ্যকল্প-২ এ 'পয়লা বৈশাখ' প্রবন্ধের সামগ্রিক দিকের প্রতিফলন ঘটেনি"- মন্তব্যটি যথার্থ।

'পয়লা বৈশাখ' প্রবন্ধে, প্রাবন্ধিক বাঙালির চিরায়ত ও সর্বজনীন উৎসব নববর্ষ উদ্‌যাপন নিয়ে তার সার্বিক ধারণা ও আশা-আকাঙ্ক্ষার কথা বলেছেন। তাঁর মতে, পয়লা বৈশাখ নিছক একটি উৎসব নয়, বরং বাঙালির অসাম্প্রদায়িক ও জাতীয়তাবাদী চেতনার ধারক এই উদ্‌যাপন। প্রবন্ধের প্রথমাংশে প্রাবন্ধিক পয়লা বৈশাখ উদ্‌যাপনে বাঙালির ঐতিহ্যগত দিক আলোচনা করেছেন। তারপরই আলোচিত হয়েছে বিভিন্ন শাসনামলে বাঙালির এ চিরায়ত উদ্‌যাপন বাধাগ্রস্ত হওয়ার কথা; পাশাপাশি বাঙালির নিজস্ব সাংস্কৃতিক প্রতীক হিসেবে পয়লা বৈশাখের প্রতিষ্ঠিত হবার কথাও বলেছেন তিনি। শেষাংশে, বুর্জোয়া বিলাসের অংশ হিসেবে পয়লা বৈশাখের সাংস্কৃতিক বদলের নিন্দাজ্ঞাপন ও চিরায়ত ঐতিহ্যবাহী প্রথায় এ উৎসবটি উদ্‌যাপনের প্রত্যাশা করেছেন।

কিন্তু উদ্দীপকের দৃশ্যকল্প-২ এ প্রবন্ধের মতো বিস্তারিত ও বহুমুখী আলোচনা অনুপস্থিত। পয়লা বৈশাখ উদ্‌যাপনের গ্রামীন রীতিই কেবল এখানে স্থান পেয়েছে। তাই বলা যায়, প্রশ্নোক্ত মন্তব্যটি যথার্থ।